দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 OCT 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 4

ইংরাজী শিখতে দোষ নেই

আমাদের কি ইংরাজী শেখা উচিত, না উচিত নয়? ইংরাজী শিখলে কি জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের লক্ষ্য থেকে আমরা বিচ্যুত হব? ইংরাজী শিখলে কী লাভ, আর না শিখলে কী ক্ষতি? প্রশ্নগুলো নিরন্তর উঠছে। মনে হয়, আমাদের সমাজের মধ্যে কিছুটা তর্ক রয়ে গেছে এ বিষয়ে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের জীবন থেকে ইংরাজী ভাষাকে ঝাঁট দিয়ে বিদায় না করলে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন কখনও সম্ভব হবে না। আবার কেউ কেউ মনে করেন, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজীর চর্চা আমাদের সার্বিক অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে।

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা ভাল। ইংরাজী ভাষার চর্চা মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আমাদের আনুগত্যকে কোনভাবেই খর্ব করে না। কারণ, বাংলা যখন রাষ্ট্রভাষা ছিল না, ইংরাজী যখন ছিল উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম তখনই এদেশের ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই শুরু করেন। অর্থাৎ, ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসায় কোনরকম ব্যাঘাত ঘটায়নি। একথা তর্কতীতভাবে সত্য যে, জাতীয় জীবনের সকল কাজে এবং শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আমাদের বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটাতে হবে। আবার একথাও মিথ্যা নয় যে, ইংরাজী ভাষা সারা বিশ্বের জ্ঞান আহরণে আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে। সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে আমাদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের বর্তমান স্তরে ইংরাজী ভাষার জ্ঞান খুবই জরুরী।

আমাদের অবস্থাটা এখন কী? আমরা না জানি বাংলা, না জানি ইংরাজী। শিক্ষার সকল স্তরে বাংলা প্রচলনের প্রয়াস চলছে। বাংলা ভাষায় উত্তরপত্র লিখে এখন ইংরাজী ছাড়া যে কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব। আবার একথাও সত্য, কিছু কিছু বিষয়ে, যেমন বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও চর্চার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য। শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলা ভাষারই প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরেই দেখা দেয় সঙ্কট। শিক্ষার্থীদের নতুন করে বিজ্ঞানের সকল শব্দ নতুন করে শিখতে হয়। ইংরাজী ব্যাকরণ শিখতে হয়, বাক্য রচনা শিখতে হয়, ভাষা শিখতে হয়। ফলে বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে যে বিঘ্ন ঘটে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির খামখেয়ালি নীতি সঙ্কট আরও ঘণীভূত করেছে। ঘণীভূত করেছে এই অর্থে যে, প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দ বাদ দিয়ে এমনসব উদ্ভট সংস্কৃত ও তৎসম শব্দ বিজ্ঞানের বইয়ে আমদানি করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য দুরূহ ও দুর্বোধ্য। শুধু বিজ্ঞানের কথাই বা বলছি কেন, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও ভাষাভিমানী মনোভাব ও আচরণ লক্ষ করা যায়। মুখে বলি প্রেসিডেন্ট, লিখি রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশে একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হলে তিনি কি রাষ্ট্রের পতি হবেন? তখন তো সংবিধানই সংশোধন করতে হবে। ভাইস-চ্যান্সেলর পদটিকে ধারনা বিদেশ থেকে আহরিত। তাকে বানিয়ে দেয়া হয়েছে উপাচার্য। পতি-পত্নীর উপ হয়, কূলেরও উপ হয়, কিন্তু আচার্যের কি কোন উপসর্গ হতে পারে? কেউ কেউ প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরের আক্ষরিক অনুবাদ করেন উপ-উপাচার্য। এক হাস্যকর পরিস্থিতি। পাশের ঘরের সহকর্মীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি, লিখি দূরালাপনী। ঘরের কোণে বসে টেলিভিশন দেখি, বলি দূরদর্শন। এর কি কোন অর্থ আছে?

কিন্তু পরিভাষার কথা থাক। দেশের বাস্তব অবস্থা কি? ঢাকার বড় বড় স্কুল-কলেজে ইংরাজীর অবাধ চর্চা হচ্ছে। সম্পন্ন শিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েরা ঠিক ইংরাজী শিখছে এবং সেই সুবাদে সমাজ জীবনে ভাল ঠাঁই করে নিচ্ছে। গ্রাম-মফস্বলের স্কুল-কলেজে ইংরাজী শেখানোর ব্যবস্থা নেই। সেখানকার ছেলেমেয়েরা আরও পিছিয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি যদি এমন হত যে, আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারি, তা হলে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরেই ইংরাজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ, বাংলায় বই-পুস্তক নেই। বাংলা ভাষার মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রী এখনও অর্জন করতে পারি না। এমন কি বাংলা ভাষায় এম এ ডিগ্রী অর্জন করতে গেলেও ইংরাজীর প্রয়োজন পড়ে। পৃথিবীর সব দেশেই দ্বিতীয় তৃতীয় ভাষা চর্চার রেওয়াজ আছে। যতদিন সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ভাল ছিল, ততদিন রুশ ভাষা ছিল চীনের দ্বিতীয় ভাষা। সম্পর্কে চির ধরার পর চীন ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। কারণ, তারা শিখতে চায়, সামনে এগোতে চায়। চীন সরকারের তত্ত্বাবধানে পিকিং থেকে প্রকাশিত হয় ইংরাজী দৈনিক 'দি চায়না ডেইলী'। এতে চীনা ভাষার মাহাত্ম্য গৌরব কিংবা কার্যকারিতা কোনটাই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী জনাব বদরুদ্দীন উমর সম্প্রতি এক আলোচনা সভায় বলেছেন যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যে ভেঙে পড়েছে তার মূল কারণ হচ্ছে, বিনা প্রস্তুতিতে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বেশ শক্ত কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যেভাবে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে, তা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে চক্রান্তেরই নামান্তর। কারণ, এখন বাংলায় উচ্চশিক্ষার বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যান্য ভাষা থেকে মূল বইপত্র বাংলায় অনুবাদ না করেই বাংলাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করা ভুল হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। জনাব উমরের অন্যান্য অভিমত সম্পর্কে সবার দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সম্ভবত একমত হতে পারি। আসলেই বাংলা ভাষাকে নাম-কা-ওয়াস্তে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে। স্লোগানের রাজনীতি এখানে কায়েম হয়েছে; পরাভূত হয়েছে বাস্তববুদ্ধি। আমরা আবেগতাড়িত জাতি। এতটাই আবেগ-তাড়িত যে মাঝে মধ্যে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতেও দ্বিধা করি না। কূটভাষী বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত অধ্যাপক আহমদ শরীফ আরও এক পা এগিয়ে বলেছেন, 'ইংরাজী শিখলে বাঙ্গালিত্ব যায়, একথা যারা বলেন, তাদের সন্তান-সন্ততি ইউরোপে-আমেরিকায় লেখাপড়া করছে। অমানুষ না হলে কেউ স্বজাতিকে এমন প্রতারণা করে না। তিনি বলেছেন আরও সাংঘাতিক কথা। ইংরাজী কম জানা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক নাকি ইংরাজী বই পড়ে কিছু বোঝেন না। আমাদের প্রশ্ন অধ্যাপকরাই যদি কিছু না বুঝবেন, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা শিখবে কার কাছ থেকে? ডঃ শরীফ দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সহকর্মীদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আমরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না।

যথাযথভাবে ইংরাজী ভাষা না শেখার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, এ সত্য উল্লিখিত দুই বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যে সুস্পষ্ট। অধ্যাপক শরীফ ও বদরুদ্দীন উমরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি একারণে যে, তাদের দেশপ্রেম বাংলা ভাষাপ্রেম নানা কারণে প্রশ্নাতীত ব্যাপার। আমাদের মত সামান্য মানুষেরা এসব কথা বললে মুহূর্তেই 'রাজাকার' বলে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাকে যে আখ্যায়ই ভূষিত করা হোক না কেন, একথা সত্য যে, ইংরাজী ভাষার প্রতি অবহেলা উচিত কাজ হয়নি। সামরিক শাসক এরশাদের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান 'ফাংশনাল ইংলিশ বা কেজো ইংরাজী প্রবর্তনের নামে শিক্ষার এক দফা বারোটা বাজিয়ে গেছেন। এখন স্লোগানসর্বস্ব কিছু লোক বাকী সর্বনাশ সাধনে তৎপর।

আন্তর্জাতিক সংযোগ রক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনায় উচ্চ জ্ঞান আহরণ ইত্যাদি নানা কারণে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ইংরাজী জানার প্রয়োজন রয়েছে। বিদেশে দ্বিতীয় ভাষার ভাব একটি বাড়তি কুয়ালিফিকেশন হিসাবে বিবেচিত হয়। আমাদের দেশে ইংরাজী শিখতে কেন আমরা লজ্জা বোধ করি? বিজ্ঞান চর্চার জন্যে ইংরাজী একরকম অপরিহার্যই বলা চলে। উচ্চতর জ্ঞান আহরণের জন্যে জার্মান কিংবা ফরাসী ভাষারও চর্চা করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু ইংরাজীর সঙ্গে আমাদের সুদীর্ঘকালের পরিচয়, সেহেতু ইংরাজীকেই দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা সহজতর। বিশ্ববাস্তবতা আমাদের মেনে নেয়া উচিত। আমরা যাই বলি না কেন, এবং যাই করি না কেন, একথা কি অস্বীকার করা যাবে যে, আমাদের দেশের বহু মানুষ বিদেশে চাকরির আশায় ইংরাজী, আরবী ও অন্যান্য ভাষা চর্চা করছে। মাতৃভাষাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার সঙ্গে ভাতের সম্প- নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। খা- স্লোগানে কিছু অর্জিত হবার নয়।

— ভাষ্যকার